অশরীরির হাহাকার !

শহীদ আহমদ খান (মন্টু)

আফগানিস্তানে আমরা জাতিসংঘের আমন্ত্রনে বাংলাদেশী ১টি সেনাদল শান্তি রক্ষী হিসাবে মোতায়েন রয়েছি। কাফিরিস্তান ওখান থেকে খুব দূরে নয়। কাফিরিস্তান এর সৌন্দর্য বর্ণনা হুবহু ফুটিয়ে তুলতে একজন দক্ষ চিত্রশিল্পী তাঁর অনুপম চিত্রে অঙ্কন করতে পারবেন কিন্তু সেখানে বন-উপবন সবুজ পাহাড়ের সমন্বয় ও পাহাড়ী ঝরনার কলকল বয়ে যাওয়া ছন্দ সযত্নে, সস্নেহে একমনে এক ধ্যানে এঁকে যেতে তার বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। সেই কাফিরিস্তানে আমাদের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপিত হয়, তখন আফগানিস্তানে তালেবান শাসনামল। তালেবান দল উপদলে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো তাইতো মোল্লা জাফরী দলের শীর্ষ নেতা আমাদের একরকম সাদরেই আমন্ত্রন জানিয়ে ছিলেন। আমাদের রেজিমেন্টের ক্যাম্পে আলোকচিত্র শিল্পী ও বেশ কয়েকজন ছিলেন তার মধ্যে বিদেশী হাওয়ার্ড এ-মিলি উইলসন এবং লংজন বলে একজন সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পী ও ছিলেন। এদের পরে অপহরণ করেন কোন একটি দল, তাদের ভাগ্যে কি ঘটে আল্লাই জানেন। মনে পড়ে আমরা যখন মিলিটারী জীপে চড়াই উৎরাই পার হয়ে আফগানিস্তান থেকে কাফিরিস্তান পৌঁছলাম তখন ঝরঝরে সকাল, যখন রওনা হয়েছিলাম তখন রাত্রি দুটো। এখন বেলা ৮টা হবে। পথে তেমন অসুবিধা হয়নি তবে আমাদের ট্রাকগুলো তেরপালের ভারী ক্যাম্প, রসদপত্র, গোলাগুলি, ভারী অস্ত্রের বহর দুরপাল্লার কামান, রকেট লাঞ্চার বহন করে এনেছিল তাতে বেশ বেগ পেতে হয় তবে পথিমধ্যে কমবয়স্ক ফ্রন্টিয়ার গার্ডরা মাঝে মাঝে চেক করছিল মিলিটারী কনভয় ও রাশভারী কেপ্টেন, কর্ণেল দেখে ওরা পথ ছেড়েছিল, মিলিটারী সেল্যুট দিয়ে গোড়ালী ঠুকে, জাতিসংঘের পতাকা দেখে ওরা আর তেমন গোলমাল করেনি, পার্ব্বত্য পথ বড় বন্ধুর, আঁকাবাঁকা কোন জায়গায় আবার সুউচ্চ পর্বত খুব আস্তে খুব সন্তর্পনে চলতে হয় ফোর হুইল ও ব্রেক দিয়ে, একটু এদিক ওদিক হলে গড়িয়ে অতলে যেতে পারে। তাতে এম্যুনিশন বার্ষ্ট হলে ভয়ানক কান্ড হবে, আমাদের কারও বাঁচার সম্ভাবনা থাকবেনা।

এইভাবে আমরা পৌঁছলাম কাফিরিস্তান, বাচ্চা ছেলে মেয়েরা হৈ চৈ করে আমাদের ঘিরে ধরলো, ওরা সবাই লম্বা শেলওয়ার ও পাগড়ী পড়া, পরীর সৌন্দর্যে ঢেল ঢল যৌবনা, ঘাঘরা পরনে লম্বা বেণী সম্মৃদ্ধ এই দেশের মেয়েরা বিভিন্ন পাহাড়ী ফুল, আঙ্গুঁর, বেদানা, ছেব ঝাঁকায় ভরে আমাদের ওয়াগনের কাছে ভয়ে ভয়ে ঘোরাফিরা শুরু করলো, আমরা বেশ কিছু ছেব, আঙ্গুঁর, নাসপাতি কিনতে চেয়ে দাম জানতে চাইলাম। ওরা পস্তুতে (পস্তু ভাষায়) চিৎকার করে বললো, কিমত নিস্‌ত্‌ ফৌজী মেহ্‌মান, ফৌজী মেহ্‌মান আচ্ছালামো আলেয়কুম ওয়া রাহমতুল্লাহ্‌। ওরা বললো ফৌজীর জন্য ফ্রি, কোন দাম নেই। আমরা প্রায় সবাই মুসলমান কিছু ক্রিশ্চিয়ান ও আছেন কর্ণেল পর্যায়ের তারাও সৌজন্য বিনিময় করলেন আমাদের সাথে ওয়া লেকওম সালাম ইয়া কাফিরী খুব সুরাৎ আওরাত, একজন কেপ্টেন বললেন 'খাম পালাইযে খাঃ (কোথায় যাচ্ছ) উত্তরে তারা বললো বাজার জুখ (বাজারে যাচ্ছি) ও

ফৌজীয়া 'ডোডা খোরে'? রুটী খাবে কি? বেশ কিছুদিন সফরে আমরা বিভিন্ন ভাষার ট্রেনিং নি, তাই পস্তু ও কিছু জানতুম, বুঝতুম। আমরা ঘাড় নেড়ে বললাম জিহ্বা বার করে, পানি ইশ্‌ত্? পানি আছে কি? ওদের মধ্যে কয়েকটি বালিকা দৌড়ে পানি ভর্তি ছোট আকারের ট্যাঙ্ক আনতে গেলো। ওদের মধ্যে ছেলে মেয়েরা প্রায় দুগ্ধ ধবল, রূপে ও অতুলনীয়া যেন বেহেশতের হুরী। ওদের আঁখিগুলো গভীর নীল, ঠোট আগুনের মত লাল, এই সুন্দর সবুজ অরন্য, প্রান্তর, তরতর বয়ে যাওয়া ঝর্ণা আমাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয় ওরা এই চিরসুন্দর প্রকৃতি, চমৎকার হাওয়ায় গড়ে উঠা বলে ওরা নিখুঁত সুন্দর, সুন্দরী–যুবতী হাসলে ওদের রক্তগন্ডে টোল পড়ে। আমরা প্রাণ ভরে পানি পান করলাম, পানিও মিষ্টি, তারপর ওরা দিল মিষ্টি খোরমা, বড়বড় খেজুর, মুখে দিলে মিলে যায়, এত নরম এত সুস্বাদু ফলমূল আঁঙ্গুর, বেদানা, ছেব মোসাম্বি বুঝি আর খাইনি। বিনিময়ে আমরা ওদের নেতৃকে ব্লেককফি, চকলেট, সারভাইবেল বিস্কুট ও অনেকগুলি কেক্ একটি ব্যাগে ভরে উপহার দিলুম। ওরা হৈ চৈ করে ঝরনাসম উচ্ছল হাসিতে চৌদিক ঝলমল করে ছুটে চলে গেলো, যাওয়ার সময় সমস্বরে বললো শুক্‌রিয়া ওয়ে ফৌজি জওয়ান, খায়ের আলহামদুলিল্লাহ্। তাছাড়া ওরা আমাদের নাম না জানা পাহাড়ী ফুলের অজস্র তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো, ওগুলোর সুবাস এ আমাদের মনপ্রাণ আনচান করে উঠলো, ফুলগুলোর মধ্যে কিছু লাল গোলাপ, শুভ্র গোলাপ, শিউলি ও চম্পা রয়েছে। গোলাপগুলো রক্ত রাগে মোহনীয় আমাদের হৃদয়ে প্রণয়ের জোয়ার জাগায় যেন। ওরা ছুটে চলে গেল এইজন্য যে আমাদের আগমনে উর্দ্দীপরা এখানকার সিপাইরা ছুটে আসছে, মেয়েগুলোকে দেখলে চাবুক দিয়ে পিটবে, কারণ – পর্দাকরা, বেগানা, মরদকে দেখা না দেয়া এখানকার নিয়ম, নিয়ম লঙ্ঘনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়, এমনকি সাংসার ও করা হয় (সাংসার বলতে মাটিতে গেড়ে বেত মারা) ও অমানুষিক! কিন্তু ইসলাম এতকিছু বলে না, ইসলাম বলে পর্দাকরো, অমান্য করলে কোড়াবে (কোড়াবে বলতে বেত মারবে বুঝায়) তারা। শুধু জেনার ব্যাপারে বিচার সাপেক্ষে সাংসার করা হয়। ব্যবসা কর, শিক্ষকতা কর, ধাইগিরী করো জীবিকার খাতিরে কিন্তু উন্মুক্ত চলাফেরা কঠোর ভাবে দন্ডনীয়।

মিলিটারী ক্যাম্প থেকে কাজকর্মের অবসরে মাঝে মাঝে আমরা কয়েকজন কর্ণেল এর পারমিশন নিয়ে একটু ঘুরে টুরে আসতে যেতুম। বাজারে বিভিন্ন ধরণের ফলমূল, তরিতরকারী, ভেড়ার মাংস, দুম্বার মাংস, মাঝে মাঝে উটের মাংস ও বিক্রি হতো, তাছাড়া মেয়েরা এক সারিতে বসে বিভিন্ন ধরণের সুবাসিত ফুল, ফুলের মালা, মেয়েদের কামিজের কাপড়, রঙ্গীন ফিতে, ক্লীপ, শেলওয়ারের কাপড়, আঁঙ্গুর, ছেব ও নাসপাতি বিক্রী করতো। কখনও কখনও শীর্ণ খরস্রোতা নদী থেকে বিভিন্ন ধরনের মাছও ধরে আনতো, পাঠান জেলেরা, এক ধরণের মাছ এখানে একসময় আমরা কিনেছিলাম যা ছিল লালসাদা রং মিশানো, বেশ বড় বড় ওগুলোকে ওরা বলতো 'চেমন' বড় সুস্বাদু, ঐ মাছগুলো আমাদের দেশের খরুল জাতীয় মাছের মত দেখতে। এরা প্রায় মাংসাশী। তরি-তরকারীর মধ্যে টমেটো, মটরশুটি, কপি, শাক-সব্‌জী ও দেখা যেত। আমরা অর্থাৎ আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে মনসুর, ইয়াহিয়া, সমর চৌধুরী, ব্রজমোহন ও সদাহাস্য কৌতুকে উজ্জ্বল এবং মনমাতানো কণ্ঠশিল্পী রায়হানও ছিল, ওরা সবাই

র‍্যাঙ্কে বেশীর ভাগ সৈনিক, তবে মনসুর ও ইয়াহিয়া ছিল হাবিলদার। আমি ছিলাম এন, সিও, বাজারে আমরা বেশ হাসিখুশী ও হৈ হল্লোর করে বেড়াতাম, আবহাওয়া এখানকার খুবই শীতল, মাঝে মাঝে আবার পাহাড়ে বরফও জমত। আমরা এখানে গিয়ে ছিলাম এপ্রিল এর মাঝামাঝি, তখন ও হাওয়া হিম হিম। সূর্য্য দেরীতে উঠতো, তবে সবুজ পাহাড়ের আড়ালে লাল নীল আবীর ছড়িয়ে সূর্যি মামা যখন উঠতো তখন প্রকৃতি হয়ে উঠতো মোহময়, ফুলপরীর মতো দুধে আল্‌তা মেশানো রং এর অপ্সরীসম পাহাড়ী মেয়েরা সে সুমধুর লগ্নে-আনন্দে নৃত্য করে উঠতো। আমাদের ফৌজী জাওয়ানদের ওরা নয়নভরে দেখতো। ওরা এগিয়ে আসতো ফুলের ডালি নিয়ে, নাম নাজানা অপরূপ সুগন্ধি ভরা পাহাড়ি ফুল আমাদের প্রায় পাগল করে তুলতো। আমরা বেশ আনন্দের সাথে ফুলগুলো কিনে নিতুম সুন্দরীদের তুলতুলে শুভ্র হাত থেকে। মেয়েরা প্রতিযোগীতায় মেতে উঠতো, কে আগে বিক্রী করবে। হুটোপুটি হৈচৈ এর মধ্য দিয়ে আমরা ওদের প্রসারিত হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিতুম। রাশি রাশি ফুল ও ফুলের মালা ফুলের গন্ধে যেন নেশাধরে প্রেমের, ওরা লাল, নীল ঘাঘরা পড়তো, মাথার বেণী ছিল দীর্ঘ মেঘ বরণ কেশে সুশোভিত ওরা, হৈচৈ এর মধ্যে অনেক সময় ওদের নেকাব খুলে পড়তো ঠিক তক্ষুনি ওদের আমরা নির্নিমেষ নয়নে দেখতুম আর মুগ্ধ হয়ে যেতুম, অবাক হয়ে যেতুম, মনে করতুম ওরা ডানা কাটা পরী নয়ত!

ধীরে ধীরে এই মোহময় পরিবেশে প্রায়ই আসা যাওয়া করা আরম্ভ করলুম। গার্ডরা আসলে মেয়েরা ছুটে পালিয়ে যেত, কারণ পুরুষের সঙ্গেঁ বিশেষ করে ফৌজী জওযানদের সাথে কথা বার্তা বলা, আনন্দে সশব্দে হেসে উঠা বা কাছ ঘেষা এখানকার আইনে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, তাই বাড়াবাড়ি দেখলে ওরা কোড়া (চাবুক) মারবে। কেনা বেচায় ও সংকট হতো। সংকটটা ভাষার, ওরা কিমত বা দাম বলতে পারত, রুপাইয়া বলতে পারত,যেমন ফুলের দাম তিন রুপাইয়া, আঙ্গুঁর, বেদানা, ছেব প্রতিটি চৌ-আনা, বেশ সস্তা পেয়ে আমরা ওগুলো বেশ আনন্দের সঙ্গে কিনে নিয়ে যেতুম, অনেকগুলো মৌ মৌ সুঘ্রানভরা ফুল ও টক টকে লাল বেদানা, দুগ্ধধ্বল আঙ্গুঁর ও ছেব বেশ বড় আকারের।

এইভাবে একদিন! বড় স্মরনীয় দিন একটি অপরূপা সরম রাঙ্গা বালিকা আমার এক্কেবারে কাছ ঘেষে, ফিস্ ফিসিয়ে বললো 'তা সুনুম দেই' (তোমার নাম কি) সে তখন কাঁপছে বুঝা যায় পুরুষ সান্নিধ্যে তারা তেমন অভ্যস্ত নয়, আমি নাম বললুম 'সাহেদ' সে খুব খুশী হলো মনে হয়, কারণ ওরাও গোড়া মুসলিম, ভাষার অভাবে আমি হিন্দীতে বললুম, বহুত খুব সুরাত হো তুম ও কিছু হিন্দী বুঝে, আমার চোখে-মুখে বিদ্যুৎ এর চমক দেখে ও বুঝেছিল আমি ওর তারিফ করছি, সে আর আমাকে সুযোগ না দিয়ে ছুটে চলে গেলো, সে দলছুট হয়ে এসেছিল, তাই ওরা আবার কি মনে করে এইভয়ে পালিয়ে গেলো, আমার সঙ্গী সাথীরাও দূর থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করে মৃদু মৃদু হাসছিল। ওরা আমাকে সুযোগ দিচ্ছিল মনে হয়, না হয় বাধা দিত। এভাবে প্রায় বাজারে যেতুম, ওরাও ফুল, ফল বেচতে আসতো, আমরাও কিন্‌তুম। ঐ অপ্সরী ও আসতো, একদিন অনেক সাধ্য সাধনার পর আড়ালে গিয়ে ওর নাম জেনে নিলুম, ও বললো তাও ফিস্ ফিসিয়ে স্পীক ইংলিশ' আই নো ইংলিশ সাম সাম, মাই নেইম- জুলেখা,

আর ও জানলাম ও এখানে মাদরাসাতুল কোবরায় অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েছিল। ওদের কোর্সে ইংলিশ স্পীকিং ও ছিল।

ক্রমশঃ আমাদের সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠলো, দিনের পর দিন আমাকে, ওর সঙ্গিনিরা টিপ্পনী কাটতো, আমার সঙ্গী সাথীরা ও আমাকে সাবধান করে দিলো এখানকার আইন বড় কড়া 'ইসলামী আইনে' বেগানা আওরাৎ এর সঙ্গেঁ মেলামেশা কঠিন শাস্তি যোগ্য অপরাধ তাছাড়া আমরা ফৌজী, ফৌজী আইনে আমাদের কোর্ট মার্শাল হয় এই ধরণের অভিযোগ পেলে যে অবৈধ প্রেম করে কোন বালিকার সাথে। তবু মন মানে না, আমরা উভয়ে আরও নিবিড় আরও গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়লুম।

একদিন! সে একদিন সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্পে এসে গেলো, একটি কথা আছে যৌবন মানেনা কোন রীত' সে পরিপূর্ণ ঢলঢল যৌবনা আমি তরতাজা যুবক, আমরা পরস্পরের জন্য লোভনীয়। এই সর্ব্বনেশে সান্নিধ্যের লোভে খুব বড় ঝুঁকি নিয়ে ও এখানে আমার একটু শুধু একটু সোহাগের জন্য ছুটে এসেছে, মিলিটারী পুলিশ ওকে ধরে ফেললো কিন্তু আমার ব্যাপার মনসুর জানতো তাই হেসে যেতে দিল। ও এসে শুধু বললো 'কাম এগেইন ডিয়ার' আইলাভ ইউ টু মাচ বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো, তারপর একছুটে পালিয়ে গেলো পাহাড়ের আড়াল দিয়ে, আমি চিৎকার করে ওকে ডাকলুম কিন্তু সে তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে কোথায় জানি মিলিয়ে গেল। সেনাকর্তারা বড় হুসিয়ার তারা জেরা করতে করতে কিভাবে জেনে ফেললেন আমার এই নিষিদ্ধ অপরাধ। তাই প্রাথমিক ভাবে আমাকে ডেকে তিরস্কার করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেন, বাজারে বা এদেশের কোন জায়গায় বিনা প্রয়োজনে যেন না যাই, গেলে সেনা আইনে যা হয় তাই হবে, অর্থাৎ কোর্ট মার্শাল। ওদিকে ওর বাবা জারাখ কান জুলেখার সোহেলীদের মধ্যে যে ওকে ভয়ানক ঈর্ষা করে সে জানিয়ে দিল একজন ফৌজীকে ও ভালবেসে ফেলেছে।

পেট্রোলে একফোঁটা আগুন পড়লে যা হয়, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো পাহাড় সম জারাখ খান, সে তার একমাত্র আদরের মেয়ে জুলেখাকে দাশ কোড়ো মেড়ে গৃহবন্দিনী করলো। ক্রমে যখন একটু শান্ত হয়ে উঠলো ওর বাবা তখন একদিন মনের দুঃখে, জ্বালায় ওর এক বান্ধবীর কাছে গেলো, সে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট। সে সেখানকার সর্দ্দার আওরঙ্গজেব খাঁর ছেলে মেয়ের মধ্যে জৈষ্টা কাউছারউন্নেসা' ওর বান্ধবী ওকে সান্তনা দিলো, ছেড়েদে ভাই এ সর্ব্বনেশা আগুনে ঝাপিয়ে পড়িস্‌নে, কিন্তু মন কি মানে তাই ওকে আনন্দ দান করার জন্য একটি টেলিভিশন নাটক দেখালো, নাটকটি ছিল ভালবাসায় ঘরছেড়ে পালিয়ে আসা একটি ধনী কণ্যা মেহেরউন্নিসা একটি সামান্য ফৌজী হ্যান্ডসাম ড্রাইভারের হাত ধরে প্রবল প্রণয় আকর্ষনে। বাড়ী ফেরার পর ওর বাবা সর্দ্দার এর কাছ থেকে জানতে পারল ও বাসায় ওর বান্ধবীর সাথে টেলিভিশন শো দেখেছে। সর্দ্দার কোন মন্দ উদ্দেশ্যে কথাটি বলেনি কারণ সে শিক্ষিত, পেশায় ফৌজী সুবেদার, সত্য কথাটা বলেছে এ জন্য যে ওর মেয়ের সঙ্গেঁ জুলেখার নিবিড় বন্ধুত্ব রয়েছে তাতে খুশী হয়ে, এবার বারুদে আগুন পড়লো। বাড়ীতে ফিরতেই কোন বিচার,

জিজ্ঞাসা বা তিরস্কার এর আগেই ওকে গুলি করল জারাখ খাঁন দেশীয় রাইফেল দিয়ে, বরাবরের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেলো ঐ সুন্দরী অপ্সরী জুলেখা, ওর মা হাহাকার করে উঠলো পড়শীর জারাখ খানকে মেরে পিটে আষ্টেপৃষ্টে বেধে ফেললো একটি বৃক্ষে।

বিচার গেলো ওয়ালীর (প্রেসিডেন্ট) আদালতে। আদালতে তিন দিনের বিচারে ওকে গুলি করে মারার আদেশ হলো, কারণ ইসলামী আইনে বিনা প্রমানে বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করা নিষেধ, যে এই আইন অমান্য করবে তাকেও আদালত মৃত্যুদন্ড দেবে। আমরা সবাই এই খবরে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লুম, আমার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেল বিধল, কারণ ওকে আমি মনে প্রানে ভালবেসে ছিলুম আমার এখনও কানে বাজে ওর আকুতি, কাম এগেইন ডিয়ার, আই লাভ ইউ টু মাচ, এখানেই শেষ নয়, আরও আছে, আরও আছে, আমি কাঁদতে কাঁদতে এক সময় বেহুসের মত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ আমার খাটের কাছে একটা খুট করে শব্দ হলো, তখন গভীর রাত্রি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, একি আমি কি দেখছি চোখ রগড়ালাম, হাতে কামড় দিলুম, রক্তের একটি ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো, সামনে দাড়িয়ে চক্ষু ছল-ছল সেই জুলেখা, সেই লম্বা বেণী, মাথায় মেঘবরন কেশে আবৃতা অপ্সরী আমার প্রিয় জুলেখা। সে তখনও অঝোর ধারায় কাঁদছে আর ফিস্ ফিসিয়ে বলছে, কান্না ভেজা কণ্ঠে কাম উইথ মি, ডিয়ার, আই লাভ ইউ টু মাচ। ভয়ে আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলুম, ওত এখন একটি প্রেতাত্মা! যে কোন সময় আমার কণ্ঠনালী চেপে ধরে আমাকে হত্যা করতে পারে, আমি উঠে চোখ রগড়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেলুম, খাটের তক্তায় আঘাত পেয়ে আহত হলুম, ওদিকে পূর্ব গগন ফর্সা হয়ে উঠছে আর একটু পরেই ভোর হবে। তখন জুলেখা হাহাকার করে মিশে গেল ঐ সূদূরের ইশান কোনে, ওর কণ্ঠে তখনও উন্মুক্ত হাহাকার, ডিয়ার আই ফ্লাই ফার, নেভার টু কাম টু ইউ এগেইন, ওঃ হাউ আই এগেইন কাম টু ইউ, ওঁ! ওঁ! ওঁ!

ওঠে চমকে উঠলুম দেখে অনেক উপহার অনেক মাদকতা ফুলের গন্ধে আমার প্রকোষ্ঠ ভরপুর ও অনেক ছেব, আঙ্গুর, নাসপাতি, সর্ব্বশেষ অবিরল ধারায় ঝরে পড়া অশ্রুতে আমার বিছানা ছুপছুপে হয়ে গেছে।

অনেকে বিশ্বাস করবেন না কিন্তু এ ফুলের বন্যা মাতাল সুগন্ধে ভরা, এ ফলমূর আর বিশেষ করে বন্যার ঢলের মত অশ্রুজল কোথা থেকে এলো, এখনও আমি এ দৃশ্য আমার মনের ছায়াপটে নৃত্য করলে কেঁপে কেঁপে উঠি, আমি যে ওকে প্রাণ ভরে ভালবেসে ছিলুম, সে আমার একান্ত আমার জুলেখা প্রিয়া।

শহীদ আহমদ খান (মন্টু), এডভাইজার, খান প্রিন্টার্স, নজির আহমদ চৌঃ রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

তাংঃ ২২ মার্চ ২০০৬